অফিস কর্তৃক প্রদত্ত সেবা:

১। খুলনা জেলায় বসবাসরত বাংলাদেশী নাগরিকদের পাসপোর্ট প্রদান।

২। খুলনা বিভাগে অবস্থানরত বিদেশী নাগরিকদের ভিসার মেয়াদ বৃদ্ধি ও NVR প্রদান ।

ই-পাসপোর্ট

কিভাবে ই-পাসপোর্ট করবেন:

১. পাসপোর্ট পাওয়ার জন্য আবেদনকারীকে অবশ্যই বাংলাদেশের নাগরিক হতে হবে ।

২. www.epassport.gov.bd Web-site এ গিয়ে আবেদন ফরম পূরণ করে তা সাবমিট করতে হবে এবং আবেদন ফরমের summary page সহ পুরণকৃত এই ফরমের প্রিন্ট কপি নিতে হবে।

৩. আবেদন ফরমে আবেদনকারীর জন্য প্রযোজ্য সকল অনুচ্ছেদ পূরণ করতে হবে।

৪. আবেদন ফরম বর্তমান ঠিকানা সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় পাসপোর্ট ও ভিসা অফিস/আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিসে দাখিল করতে হবে।

৫. আবেদনফরম জমা ও তৈরী পাসপোর্ট গ্রহণের সময় আবেদনকারীকে/আপনাকে স্বশরীরে উপস্থিত থাকতে হবে।

৬. ক) জাতীয় পরিচয়পত্র (NID)/online জন্ম নিবন্ধন সনদ (BRC) (**যার ক্ষেত্রে যেটি প্রযোজ্য**) এর তথ্যানুযায়ী পাসপোর্টের আবেদন ফরম পূরণ করতে হবে এবং এর সুস্পষ্ট ফটোকপি আবেদন ফরমের সঙ্গে সংযুক্ত করতে হবে।

খ) ১৮ বৎসরের নিম্ন বয়সী আবেদনকারীগণকে জন্মনিবন্ধন সনদ অনুযায়ী, ১৮-২০ বৎসর বয়সী আবেদনকারীগণকে NID/BRC অনুযায়ী এবং ২০ বৎসরের উর্ধ্ব বয়সী আবেদনকারীগণকে NID অনুযায়ী আবেদন ফরম পূরণ করতে হবে।

৭. ফরমের তারকা চিহ্নিত নম্বরগুলো অবশ্যই পূরণ করতে হবে; তবে যাদের Given Name আছে, তাদের আবেদন ফরমের ১৪ নং ক্রমিকে অবশ্যই Given Name লিখতে হবে।

৮.আবেদনকারীর নামের আগে পদবী (যেমন- Major, Dr, Advocate, Late) ইত্যাদি ব্যবহার করা যাবে না। এমনকি NID/BRC তে আবেদকারীর নামের সঙ্গে . (ডট), -(হাইপেন) থাকলেও আবেদন ফরম পূরণের সময় তা পরিহার করতে হবে।

৯. যাদের এক শব্দে (Word) নাম, তাদের ১৫ নং অনুচ্ছেদে তা লিখতে হবে।

১০. জন্ম স্থান,স্থায়ী ঠিকানা, বৈবাহিক অবস্থা, টেকনিক্যাল পেশা যেমন-ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, এ্যাডভোকেট, ড্রাইভার ইত্যাদি তথ্যাদি সংশোধন/পরিবর্তনের ক্ষেত্রে পরিবর্তিত তথ্য সংশ্লিষ্ট দলিলাদির ০১ (এক) প্রস্থ করে ফটোকপি আবেদনের সঙ্গে দাখিল করতে হবে ।

১১.আবেদনকারীর Basic তথ্য সংশোধনের ক্ষেত্রে আবেদন ফরমের সাথে DIP কর্তৃক নির্ধারিত Format-এ সংশোধিতব্য তথ্য উল্লেখপূর্বক অঙ্গীকারনামা এবং NID/BRC (প্রযোজ্য মতে) এর Verified Copy কপি দাখিল করতে হবে ।

১২.সরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারীদের অনুকূলে যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক জারীকৃত সরকারি আদেশ (GO) ও অনপত্তি সনদ (NOC) ইস্যুকারী কর্তৃপক্ষের ওয়েবসাইটে প্রদর্শিত থাকতে হবে।

NOC এর কার্যকারিতার মেয়াদঃ সরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারীদের পাসপোর্ট ইস্যু/রি-ইস্যুর ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা/কর্মচারীর কমপক্ষে জেলা পার্যায়ের অফিস প্রধান কর্তৃক ইস্যুকৃত অনাপত্তি (NOC) থাকতে হবে এবং অনাপত্তি সনদে অবশ্যই টেলিফোন নম্বর, ওয়েব এড্রেস ও ই-মেইল নম্বর ইত্যাদি থাকতে হবে । উল্লেখ থাকে যে, NOC ইস্যুর তারিখ হতে ০৬ (ছয়) মাস পর্যন্ত কার্যকারী থাকবে।

১৩.সরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারীগণের তথ্য সংশোধনঃ সরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারীর পাসপোর্ট রি-ইস্যুর ক্ষেত্রে আবেদনকারী চাহিত সংশোধিতব্য তথ্য জাতীয় পরিচয়পত্র, শিক্ষা সনদ এবং সার্ভিস রেকর্ডের অনুরূপ হতে হবে এবং সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা/কর্মচারীর নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষেরে নিকট থেকে দাপ্তরিক প্রক্রিয়ার সংশোধিতব্য তথ্যের উল্লেখসহ প্রত্যয়ন পত্র সংগ্রহপূর্বক তা আবেদনপত্রের সঙ্গে দাখিল করতে হবে।

১৪. অবসর প্রাপ্ত সরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারীর ক্ষেত্রে অবসরে যাওয়ার প্রমাণপত্র (যেমন-পিডিএস-পিআরএল এর আদেশ/পেনশন বুক) দাখিল করতে হবে।

১৫. অপ্রাপ্ত বয়স্ক (১৮ বছরের কম) আবেদনকারী যাদের জাতীয় পরিচয়পত্র (NID) নাই, তাদের পিতা অথবা মাতার জাতীয় পরিচয়পত্র (NID) নম্বর আবেদন ফরমের নির্ধারিত অনুচ্ছেদ ৫৩ ও ৫৭ এ অবশ্যই উল্লেখ করতে হবে এবং উক্ত NID এর ছায়ালিপি আবেদনপত্রের সাথে দাখিল করতে হবে।

১৬. আপনার NID/BRC (নতুন কিংবা সংশোধিত) সংশ্লিষ্ট অফিসের Online System এ Updated/Uploaded থাকতে হবে। তাই NID/BRC টি Online এ প্রদর্শিত হচ্ছে কিনা তা যাচাই করে নিন। Online System এ প্রদর্শিত না হলে সংশ্লিষ্ট আফিসে যোগাযোগ করে NID/BRC টি Online এ প্রদর্শনের ব্যবস্থা করতে হবে।

১৭. আবেদনপত্র ফরম জমার সময় আবেদন ফরমের সাথে (প্রযোজ্য মতে) দাখিলকৃত সকল Document (যেমন- NID/BRC (English Version), GO/NOC, টেকনিক্যাল সনদ ও অন্যান্য Document) এর মূলকপি এবং পূর্ববর্তী পাসপোর্ট (যদি থাকে) প্রদর্শন করতে হবে।

১৮. পাসপোর্ট হারিয়ে গেলে অথবা চুরি হলে নিকটস্থ থানায় পাসপোর্ট নম্বর উল্লেখপূর্বক জিডি করতে হবে এবং পাসপোর্ট আবেদনের সাথে মূল জিডি কপি ও হারানো পাসপোর্টের ফটোকপি (যদি থাকে) দাখিল করতে হবে। আবেদন ফরমের ৯ নং অনুচ্ছেদে হারানো পাসপোর্ট নম্বর এবং ৮০-৮৩ নং অনুচ্ছেদে GD সংক্রান্ত তথ্যাদি উল্লেখ করতে হবে।

১৯. বর্তমানে কোন পাসপোর্ট (এম.আর.পি./ই-পাসপোর্ট) থাকলে তা গোপন না করে আবেদন ফরমের নির্ধারিত অনুচ্ছেদ নং ৯ এ উক্ত পাসপোর্ট নম্বর উল্লেখ করতে হবে এবং একাধিক পাসপোর্টের ক্ষেত্রে সর্বশেষ ইস্যুকৃত পাসপোর্ট নম্বর উল্লেখ করতে হবে।

২০. আবেদন ফরমে মিথ্যা তথ্য প্রদান করবেন না কিংবা গুরুত্বপূর্ণ কোন তথ্য গোপন করবেন না। আবেদন ফরমে মিথ্যা তথ্য প্রদান কিংবা গুরুত্বপূর্ণ তথ্য গোপন করা পাসপোর্ট আইনে দন্ডনীয় অপরাধ।

২১. পূর্ববর্তী অনিষ্পন্ন আবেদন থাকলে তা গোপন করে আরেকটি আবেদন করবেন না। এরুপ ক্ষেত্রে অফিসকে অবহিত করে প্রয়োজনীয় পরামর্শ নিন।

২২. যাদের শিক্ষা বোর্ডের সনদ আছে, তাদের উক্ত শিক্ষা সনদের তথ্য অনুযায়ী NID/BRC সংগ্রহ করতে হবে।

২৩. আবেদনকারীগণকে নিম্নোক্ত ফি প্রদানপূর্বক 'এ চালান ফরম' সংগ্রহ করে তা আবেদন ফরমের সাথে দাখিল করতে হবে ।

পৃষ্ঠা সংখ্যা	পাসপোর্টের মেয়াদ	সেবা মূল্য ও পরিশোধ পদ্ধতি (১৫% ভ্যাটসহ)					
		সাধারণ ফি (Regular Fee)	সেবা প্রদানের সময়সীমা	জরুরী ফি (Express Fee)	সেবা প্রদানের সময়সীমা	অতীব জরুরী ফি (Super Express Fee)	সেবা প্রদানের সময়সীমা
৪৮ পৃষ্ঠা	৫ বছর	৪০২৫/-	১৫ কর্মদিবস - আবেদনপত্রের সাথে পুলিশ ক্লিয়ারেন্স দাখিল করা ও সকল তথ্যাদি সঠিক থাকা সাপেক্ষে।	৬৩২৫/-	৭ কর্মদিবস - আবেদনপত্রের সাথে পুলিশ ক্লিয়ারেন্স দাখিল করা ও সকল তথ্যাদি সঠিক থাকা সাপেক্ষে।	৮৬২৫/-	২ কর্মদিবস-আবেদনপত্রের সাথে পুলিশ ক্লিয়ারেন্স দাখিল করা ও সকল তথ্যাদি সঠিক থাকা সাপেক্ষে (বিভাগীয় পাসপোর্ট ও ভিসা অফিস, আগারগাঁও, ঢাকা হতে পাসপোর্ট সংগ্রহ করতে হবে ।
	১০ বছর	৫৭৫০/-		৮০৫০/-		১০৩৫০/-	
৬৪ পৃষ্ঠা	৫ বছর	৬৩২৫/-		৮৬২৫/-		১২০৭৫/-	
	১০ বছর	৮০৫০/-		১০৩৫০/-		১৩৮০০/-	

ফি প্রদান পদ্ধতিঃ-সকল তফসিলি ব্যাংকের যে কোন শাখায় **"A"** চালানের মাধ্যমে ই-পাসপোর্ট এর ফি পরিশোধ করা যাবে। এছাড়া Online (Debit Card/Credit Card/Visa Card/বিকাশ, ইত্যাদি) এর মাধ্যমে পাসপোর্ট ফি পরিশোধ করা যাবে।

২৪. ১৮ বছরের নিম্নবয়সী আবেদনকারীগণ ৫ বছর মেয়াদী পাসপোর্ট পাবেন বিধায় তাদের জন্য ৫ বছর মেয়াদী পাসপোর্টের আবেদন করতে হবে এবং ৫ বছরের জন্য নির্ধারিত ফি প্রদান করতে হবে।

২৫. তৈরী পাসপোর্ট গ্রহণের সময় পূর্বের পাসপোর্ট (যদি থাকে) প্রদর্শন করতে হবে।

২৬. আবেদনকারী এক বা একাধিক আঙ্গুলের ছাপ/চোখের আইরশের প্রতিবিম্ব/মুখমন্ডলের যথাযথ প্রতিচ্ছবি গ্রহণ করা সম্ভব না হলে আবেদপত্রের সাথে সরকার অনুমোদিত মেডিক্যাল কালেজ হাসপাতাল/সিভিল সার্জনের কার্যালয়/জেলা হাসপাতাল/ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স/ইউনিয়ন স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে কর্মরত যথাযথ চিকিৎসক কর্তৃক সংশ্লিষ্ট বায়োমেট্রিক তথ্যের অনুপস্থিতি বিষয়ক চিকিৎসা সনদ প্রদান করতে হবে।

২৭. সাদা পোশাকে ছবি গ্রহণযোগ্য নয়। তাই, ছবি তুলতে সাদা পোষাক পরিহার করতে হবে।

২৮. Online-এ আবেদন ফরম পূরণের পর তা Submit করার পূর্বে ফরমের সকল তথ্য যাচাই করে নিতে হবে। কারণ আবেদন ফরম Submit করার পর আবেদনকারী কোন তথ্য সংশোধন বা Edit করতে পারবেন না।

২৯. দালাল/প্রতারক থেকে সতর্ক থাকুন। নিজের কাজ নিজে করুন। অফিসের নিচ তলায় স্থাপিত Help desk-এর এবং প্রয়োজনে দায়িত্বরত কর্মকর্তা/কর্মচারীর সহায়তা নিন।

৩০. অফিসে আর্থিক লেনদেন নিষিদ্ধ, অফিসের কোন কর্মচারী আর্থিক সুবিধা চাইলে তাৎক্ষণিকভাবে তা অফিস প্রধানকে (কক্ষ নং-২০১) অবহিত করুন।

৩১. অফিস আঙ্গিনায় কেহ আর্থিক সুবিধা চাইলে তাৎক্ষণিকভাবে কর্তব্যরত আনসার/পুলিশ/কর্মচারীর সহায়তায় তাকে আটক করে অফিস প্রধানকে (কক্ষ নং-২০১) অবহিত করুন।
৩২. অফিসের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখতে নির্ধারিত বিন/ডাস্টবিনে ময়লা ফেলে অফিসকে সহায়তা করুন।

ভিসা

যেভাবে ভিসার আবেদন করবেন:

নির্ধারিত ফরমে হেল্প ডেস্কের মাধ্যমে অথবা অনলাইনের (www.visa.gov.bd) মাধ্যমে আবেদন করতে হবে।

প্রয়োজনীয় কাগজপত্র:

১। পাসপোর্ট সাইজের ল্যাব প্রিন্ট রঙ্গিন ছবিসহ আবেদন ফরম ০২ (দুই) কপি।

২। পাসপোর্ট, সর্বশেষ বৈধ ভিসা ও আগমন সিলের ফটোকপি।

৩। প্রযোজ্য ক্ষেত্রে ব্যাংক রশিদ, ওয়ার্ক পারমিট, নিরাপত্তা ছাড়পত্র এবং সংশ্লিষ্ট সংস্থা/মন্ত্রণালয়/প্রতিষ্ঠানের সুপারিশপত্র ইত্যাদি।

৪। যে শ্রেণির ভিসার আবেদন করবেন সেই শ্রেণির ভিসা প্রাপ্তির জন্য প্রয়োজনীয় কাগজপত্র দাখিল করতে হবে।

৫। মূল পাসপোর্ট প্রদর্শন করতে হবে।

৬। দেশ ভিত্তিক ভিসা ফিসের তালিকা অনুযায়ী সোনালী ব্যাংকের নির্ধারিত শাখায় জমা করতে হবে।

৭। ভিসা ফিসের তালিকা ওয়েবসাইট হতে জানা যাবে (www.visa.gov.bd)।

বি:দ্র: ০৩ (তিন) কর্মদিবস থেকে ৩০ কর্মদিবস শ্রেণিভেদে এবং অনুকূল তদন্ত প্রতিবেদন সাপেক্ষে ভিসা ইস্যু করা হবে।